ERICC
EDUCATION RESEARCH IN
CONFLICT AND PROTRACTED CRISIS

সংক্ষিপ্ত নীতি/বিধিবিবরণী (Policy Brief):

বাংলাদেশের কক্সবাজারে শিক্ষা ব্যবস্থার রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং (অ)সমন্বয়

এডুকেশন রিসার্চ ইন কনফ্লিক্ট এন্ড প্রোট্র্যাক্টেড ক্রাইসিস (ইআরআইসিসি/**ERICC**) একটি গবেষণামূলক কনসোর্টিয়ামের, যা সংঘাত ও সংকটে শিশুদের জন্য সামগ্রিক শিখন ও বিকাশ নিশ্চিতের জন্য টেকসই এবং সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর করত এবং শিক্ষার প্রাপ্যতা, এর গুণমান একইসাথে শিক্ষার নিরবিচ্ছিন্নতা উন্নয়নে সবচেয়ে যুতসই পদ্ধতিগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করে। এ প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হল, এই প্রকল্পটিকে বৈশ্বিক গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তৈরি করা, যা পরবর্তীতে দৃঢ়, প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট এবং কর্মসহায়ক তথ্যের মাধ্যমে, সংঘাত ও দীর্ঘস্থায়ী সংকটে থাকা শিশুদের শিখন ফলাফলের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

ইআরআইসিসি (ERICC) এর গবেষণাপত্রটির লক্ষ্য হলো শরণার্থী ও স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য শিক্ষা-বন্দোবস্তের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় এর ফলে সৃষ্ট সমন্বয়(হীনতা)গুলি [in(coherences)] চিহ্নিত করে কক্সবাজারের শিক্ষার প্রাপ্যতা, গুণমান এবং নিরবচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করার সুযোগগুলি চিহ্নিত করা। ইআরআইসিসি (ERICC) একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতামূলক অংশীদারদের মাঝে একটি সেতু বন্ধন তৈরি করবে – এই অংশীদারদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত আছে গবেষক, শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়নকারী/বাস্তবায়নকারী ও নীতিমালা প্রণয়নকারী ইত্যাদি।

ইআরআইসিসি (ERICC) যুক্তরাজ্য সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন (ইউকে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) এর তরফ থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে, যার মূল নেতৃত্বে আছে ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি/IRC) এবং অ্যাকাডেমিক প্রধান হিসবে দায়িত্বরত আছে IOE, ইউসিএল/UCL এর শিক্ষা ও সমাজ অনুষদ। তাছাড়াও বিশেষজ্ঞ সহযোগী হিসেবে আছে সেন্টার ফর লেবানিজ স্টাডিজ (CLS), কমন হেরিটেজ ফাউন্ডেশন (QHF), ফোরসিয়ার কনসাল্টিং (FC) , ওডিআই (ODI), ওসমান কন্সালটেন্সি (OM), অক্সফোর্ড পলিসি ম্যানেজমেন্ট (OPM) এবং কুইন রানিয়া ফাউন্ডেশন (QRF)। ইআরআইসিসি (ERICC) এর শুরুর সময় কালে এনওয়াইইউ-টিআইইএস (NYU-TIES), ইআরআইসিসি (ERICC) এর ধারণাগত কাঠামো এবং গবেষণা অ্যাজেন্ডা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ইআরআইসিসি (ERICC) এর বিশেষ নজরে থাকা দেশগুলো হলো বাংলাদেশ (কক্সবাজার), জর্ডান, লেবানন, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়া।

দায়মুক্তি ঘোষণা

এই গবেষণাপত্রটি যুক্তরাজ্য সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন (ইউকে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) এর তরফ থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে। এখানে প্রকাশিত গবেষণা ফলাফল, ব্যাখ্যা, এবং উপসংহারগুলি সম্পূর্ণভাবে লেখকের(দের) নিজস্ব মতামত এবং সেগুলি ইআরআইসিসি (ERICC) প্রকল্প, লেখকদের প্রতিষ্ঠান, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের আনুষ্ঠানিক নীতিমালার প্রতিফলন নয়। কোনো গবেষণাপত্রের কপিরাইট সেটির লেখকের প্রাপ্য; তবে, ইআরআইসিসি (ERICC) এর চুক্তি অনুসারে, লেখকরা ইআরআইসিসি (ERICC) এর গবেষণা প্রকল্প কনসোর্টিয়াম এবং প্রকল্পের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে এর এই মেধা-স্বত্বকে অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম

ইআরআইসিসি প্রকাশনা থেকে তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার এবং পুন:প্রকাশকে আমরা উৎসাহিত করি, যতক্ষণ না সেটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং যতক্ষণ যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি : হোমনচুক, ও., শার্প, এস., এবং নিকোলাই, এস. (জানুয়ারি ২০২৪)। কক্সবাজারের শিক্ষা ব্যবস্থার রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং (অ)সামঞ্জস্য। ইআরআইসিসি কর্মপত্র। (Sharp, S. and Homonchuk, O. (March 2024). The politics and (in)coherence of education in Cox's Bazar, Bangladesh. ERICC. Policy Brief. (https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25586982.v1)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রকাশনা প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য আরিয়ানা ইউন এবং কপি সম্পাদনার জন্য বেটার ওয়ার্ডস লিমিটেডকে ধন্যবাদ।

A. পটভূমি

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি বাংলাদেশের মানবিক সহায়তা খাতের জন্য, বেসরকারি উন্নয়ন খাতের জন্য এবং একই সাথে সরকারি খাতের জন্য একটি জটিল চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ যেন 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'— , যেখানে বেশিরভাগ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগণের একটি বড় অংশকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেখানেই আছে দেশের অন্যতম পিছিয়ে থাকা একটি জেলা, যেটি প্রতিনিয়ত জলবায়ুজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করে আসছে। রোহিঙ্গা সংকটের সাত বছর পরেও প্রায় পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা শিশু কক্সবাজারে অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র এবং মাদ্রাসাগুলোর উপর নির্ভরশীল । শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও শিখন ফলাফলের মান নিম্নগামী। অবাক করার বিষয় যে, ক্যাম্পে ১২ বছরের নিচে ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৮ জন শিশুই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না।

মানবিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে যথেষ্ট প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু সমস্যা নিস্পত্তিহীন, যেমন -শিক্ষার মানোন্নয়ন, রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা, মানবিক ও উন্নয়ন মূলক বিনিয়োগের সমন্বয় সাধন। জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (JRP) এর অংশ হিসেবে, বেসরকারি উন্নয়ন খাতগুলার (Development Sector) পরিচালনাকারী এবং বিভিন্ন পক্ষ বাংলাদেশকে প্রাধান্য দিয়ে এই ভৌগলিক অঞ্চলে তাদের সমস্ত তৎপরতা পরিচালনা করেছে, যাতে করে কক্সবাজারে মৌলিক শিক্ষা খাতে আরো অধিক প্রকল্প পরিচালনা করা যায় এবং মানবিক সহায়তা নিশ্চিতের জন্য তারা বাড়তি তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারে। তারপরও, উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তা (Development-Humanitarian) খাতের সর্বত্রই নীতিমালা (norms) এবং প্রাপ্ত সহায়তার মধ্যে সমন্বয়হীনতা থাকায়, এবং একইসাথে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু সীমারেখা আরোপের ফলে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের সাথে সামর্থ্যের তারতম্য রয়ে গেছে, যার কারণে একটি সমন্বিত শিক্ষা সহায়তা-কার্যক্রমের (coherent education response) সম্ভাবনা এখনো সীমিত।

উক্ত সংক্ষিপ্ত বিধি/নীতিবিবরণীটি (policy brief) ইআরআইসিসি (ERICC) এর একটি বিস্তারিত কর্মপত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাটিতে ক্রস-সেক্টরাল সমন্বয়ের জন্য সরকারী লক্ষ্যসমূহের মধ্যে বিরোধের চালিকাশক্তি এবং ফলাফলগুলার কথা আলোকপাত করা হয়েছে, যা কিনা 'হিউম্যানিটারিয়ান-ডেভেলপমেন্ট নেক্সাস' নামে পরিচিত। তাছাড়াও এতে করা আছে কক্সবাজার এডুকেশন সেক্টরের গতানুগতিক কার্যক্রম বর্ণিত হয়েছে। ২০২২ এবং ২০২৩ এ ৩৮টি প্রধান তথ্যপ্রদানকারীর সাথে সাক্ষাৎকারের (KIIs) মাধ্যমে এবং সাহিত্য পর্যালোচনা (literature review) করে এই গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বিধি/নীতিবিবরণীতে কক্সবাজারের শিক্ষা বিষয়ক অংশীদারদের অংশগ্রহণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়কারীদের উৎস- কক্সবাজার এডুকেশন সেক্টরের কার্যক্রম, সম্পর্ক, ক্ষমতা, প্রণোদনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে শিক্ষা খাতের চালকরা কীভাবে সংঘাত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতিতে শিক্ষার সমন্বয় এবং এর উন্নয়ন সংস্কারের রূপরেখা চিত্রঙ্কন করতে পারে।

B. কক্সবাজারের শিক্ষা ব্যাবস্থার চালক ও তাদের মধ্যে (অ)সমন্বয় [(in)coherence]

রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের সমস্যাগুলি মূলত মানবিক ও উন্নয়ন খাতের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মানদণ্ডের লক্ষ্যগুলির মধ্যে মতভেদ থেকে উদ্ভূত। মানবিক সহায়তাকারী সংস্থাগুলি মূলত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার দিকে প্রাথমিকভাবে নিয়োজিত হয়েছেন, যেখানে উন্নয়ন সংস্থাগুলি (Development actor) এর মান উন্নতির চেষ্টা করেছে (হোস্ট এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য)। তবে বাংলাদেশ সরকারের জন্য রোহিঙ্গা শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রত্যাবাসন। সংকট নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আরো ঘনীভূত হওয়ার ঝুঁকিকে হ্রাস করার ভাবনা থেকে বাংলাদেশ সরকার এই লক্ষ্য চুড়ান্ত করে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদেরকে কক্সবাজারে জায়গা করে দেওয়ার জন্য সরকারের সম্পদের উপর যে বাড়তি চাপ পড়ছে, তার প্রভাব থেকে প্রত্যাবাসন লক্ষ্যের মূল উৎপত্তি। এই ইচ্ছা আরো প্রভাবিত হয় কক্সবাজারে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এবং ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্যের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকির নিমিত্তে (হারগ্রেভ এবং অন্যান্যরা, ২০২০)। রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সাথে আন্তর্জাতিক সমর্থন/সহয়তা বজায় থাকবে কিনা তা নিয়ে সরকার যথেষ্ট সন্দিহান, এবং এই সমস্যা সমাধান করান জন্য উন্নয়ন ঋন (Development loan) নিতে অনিচ্ছুক। তাছাড়া সরকার এই ধারনা পোষন করে যে, শরণার্থীদের গ্রহণ করতে চাপ দেওয়া গ্লোবাল নর্থ এর দেশগুলো নিজ নিজ দেশে শরণার্থীদের ঠাঁই দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যা তাদের একটি দ্বৈতনীতির

বহি:প্রকাশ (হারগ্রেভ এবং অন্যান্যরা, ২০২০)। এই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির কারনে সরকারের প্রতিক্রিয়া, মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন কর্মীদের (Humanitarian and Development Actor) কাজ করার সুযোগকে প্রতিনিয়ত বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে।

প্রত্যাবাসনকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতি রোহিঙ্গাদের শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। যেমন- সরকারের পক্ষ থেকে স্বল্পমেয়াদী মানবিক সহায়তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশলের পরিসরকে সংকুচিত করা হয়েছে। সরকার এই মনোভাব পোষণ করে যে , আন্তর্জাতিক ভাবে নেওয়া শিক্ষা প্রচেষ্টাসমূহ সরকারের প্রত্যাবাসন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হওয়া উচিত। সে লক্ষ্যে, সরকার রোহিঙ্গা সংকটের প্রথম দিকে (২০১৭ থেকে ২০২১) শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাদের উপর যথেষ্ট পরিমান সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ক্যাম্পে শিক্ষা কেন্দ্র (Learning Center) গুলোর আকার, তাদের গুণগতমান ও ব্যবহার, বাংলাদেশী জাতীয় শিক্ষাক্রম এর ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলার উপর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতামূলক নীতি আরোপ করা। একই সাথে প্রত্যাবাসনকে কেন্দ্র করে, মিয়ানমারের নাগরিক পরিচয় এবং মিয়ানমারের শ্রম বাজারের জন্য দক্ষ শ্রমগোষ্ঠি গড়ে তোলার উপর সরকার জোর দিচ্ছে।

সীমাবদ্ধতামূলক নীতিগুলি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার মান উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং এটি স্বল্পমেয়াদের প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন উপকার বহন করে না। বাস্তবিকভাবে এই প্রক্রিয়ার সংশোধন অনেক কঠিন, যা প্রত্যাবর্তন প্যারাডক্সের মধ্যে ফ্রেম করা হয়েছে। শিক্ষা নীতিতে সরকারের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংস্কার হলো - মিয়ানমারের জাতীয় শিক্ষাক্রমকে রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া– এটি প্রত্যাবাসন এর পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। ২০২০ সালে এডুকেশন সেক্টর এর তদবির এর মাধ্যমে, সরকার রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের জন্য মিয়ানমারের পাঠ্যক্রম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। একজন সরকারি কর্মচারী, শিক্ষাক্রমের ব্যবহারের উপর সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন তা তুলে ধরা হল: 'এনজিও-গুলির উচিত মিয়ানমার শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা, যা রোহিঙ্গাদের মধ্যে মিয়ানমারবাসী হওয়ার পরিচয় তৈরি করবে। তাদের জানা উচিত যে মিয়ানমার তাদের দেশ এবং তারা সেখানে ফিরে যাবে।'(তাইপে টাইমস, ২০২২)। যদিও মিয়ানমারের পাঠ্যক্রম রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের নিম্নমানের শিক্ষার অনেক সমাধান দিতে ব্যর্থ, তবুও আশার কথা হলো, এটি রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের জন্য আনুষ্ঠানিক (যদিও অপ্রত্যয়িত) শিক্ষাক্রম প্রদান করবে যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট বিষয়/পঠনসূচি, শ্রেণী পাঠদান/উদয়ন ও মাধ্যমিক শিক্ষার পথ সুগম হবে। এমনকি ২০২০/২১ সময়কালে, মিয়ানমারের পাঠ্যক্রম চালু হওয়ার পর রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে (হোসেন, ২০২৩)।

আড়ম্বর করে বলতে গেলে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর (Host Community) শিক্ষার অর্থায়ন এবং সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো উভয়ই সহমত পোষণ করে। তদপেক্ষা, জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান(JRP) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সরকার ও মানবিক সংস্থাগুলার মধ্যে সমন্বয় কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং এই প্ল্যান রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ একই সাথে উভয়ের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান(JRP) এর প্রথম দিকের প্রকাশনায় কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে একটি ছিল মানবিক সংকটকে উন্নয়ন প্রকাল্পন্যে রূপান্তর করা , যা ডেভেলপমেন্ট – হিউম্যানিটেরিয়ান নেক্সাস (development–humanitarian nexus) নামে পরিচিত। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে থেকে তা মুছে ফেলা হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে যৌথ পরিকল্পনাগুলিতে মানবিক-উন্নয়ন সংযোগের উপর বাস্তবায়নের ছোঁয়া হ্রাস পেয়েছে, সম্ভবত দ্বিপাক্ষিক দাতাদের অর্থায়নের হ্রাস এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির কারণে (এহসান, ২০২২; চৌধুরী, ২০২৩; কার্টিস এবং অন্যান্যরা, ২০২৩; রশিদ, ২০২৩)। বিদ্যমান অর্থায়ন এবং চলমান রাজনৈতিক কারণে এটা দেখা যায় যে, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলা একটি যৌথ লক্ষ্য ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে (এডুকেশন সেক্টর, ২০২২)। আশা ছিল উন্নয়ন তহবিল গঠনের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় সামগ্রিক ভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ও সরকারের ভিতর একটি সমন্বয়ে ঘটতে পারে, কারণ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন তহবিল শিক্ষায় অর্থায়ন করবে। এর পরিপেক্ষিতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আশা ছিল যে সরকার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অন্তর্ভুক্ত (Intregation) নীতিগতভাবে সহনশীল করার দিকে প্ররোচিত হতে পারে। কিন্তু এটি বাস্তবায়িত হয়নি (এডুকেশন সেক্টর, ২০২২)।

রোহিঙ্গা সংকটের শুরুর বছরগুলোতে, রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের জন্য কেমন ধরনের শিক্ষা চাই—এ প্রসঙ্গে মানবিক সহায়তা খাত ও রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে একটা আদর্শিক চিন্তাগত সমন্বয়হীনতা (normative incoherence) ছিলো। আর এসব কারণেই শিক্ষার মান এবং শিক্ষার নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণমান ও শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি

সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রোহিঙ্গাদের মৌলিক শিক্ষার প্রাপ্যতা নিশ্চয়তার লক্ষ্যে মানবিক সংস্থাগুলা রোহিঙ্গাদের অনানুষ্ঠানিক এবং ত্বরান্বিত শিক্ষা কর্মসূচিগুলি এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। যা সম্প্রতি মিয়ানমার পাঠ্যক্রমের চালু হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উচ্চতর শিক্ষার মানের আবেদনের সাথে মেলেনি, যা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের বিষয়বস্তু এবং বিন্যাসের অনুরূপ। একই সাথে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী শিক্ষার উৎস হিসাবে বেছে নিয়েছে রোহিঙ্গা-নেতৃত্বাধীন শিক্ষা মাধ্যমগুলো - যেমন অনানুষ্ঠানিক টিউটরিং নেটওয়ার্ক এবং মাদ্রাসা। সময়ের সাথে সাথে সরকারি বিধিনিষেধাবলি রোহিঙ্গা-নেতৃত্বাধীন শিক্ষা উদ্যোগগুলোর সাথে মানবিক সংস্থাগুলোর সমন্বয়কে আরও কঠিন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকে শিক্ষার প্রাপ্যতার সাথে শিক্ষার গুনগত মানকে প্রাধন্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা এখন অবমূল্যায়িত। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত না করে এবং পিতামাতার প্রত্যাশার সাথে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু সন্ধি না করে, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের উন্নতি হাসিল করার সুযোগ খুবই সীমিত।

মানবিক পরিকল্পনায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির অভাবে পরিকল্পনায় অনেক ধরনের ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায়। এর একটি উদাহরণ হল স্কুলে না আসার জটিল কারণগুলি। দবিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় - সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস পালনের জন্য' কিশোরী মেয়েরা স্কুলে তালিকা বদ্ধ হয় না, এবং রোহিঙ্গা কিশোরী মেয়েদের পিতামাতারা মনে করে , তারা এখন শিক্ষার জন্য উপযুক্ত নয় এবং মেয়েদের কে ঘর হতে বের হতে বাধা দেওয়া হয়। যার কারণে কিশোরী মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্টানে ভর্তির হার নগণ্য (ইউনিসেফ,২০১৮,পৃঃ-১৮)। তবে, রোহিঙ্গা সংকটের শুরুর বছরগুলোতে,তাদের সাংস্কৃতিক আদর্শ বাধা দেওয়ায় এবং মেয়েদের কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কারণে বেশ কিছু লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার (GBV) ঘটনা ঘটে। এবং এই ঘটনাগুলোর স্বীকৃতির অভাবে পিতামাতারা মানসিক আঘাত পায়, একই সাথে তাদের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়, ফলে তারা মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে, মনস্তাত্ত্বিক থেরাপি সহায়তার অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি কিশোরী মেয়েদের জন্য নারী-নেতৃত্বাধীন, ছেলে মেয়েদের আলাদা ক্লাসরুম এবং বাসার পাশে শিক্ষা কার্যক্রম গড়ে তোলার মত উল্লেখযোগ্য কার্যে বিলম্ব ঘটে।

বর্তমানের আর্থিক অবকাঠামো, শিক্ষার্থীদের শিখন উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। মানবিক সংস্থাগুলা এই উন্নয়ন ফলপ্রসূ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থার তথ্য এবং তহবিল পুনর্গঠনের মাঝে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। বর্তমানে বিদ্যমান থাকা তথ্য ব্যবস্থায় শুধুমাত্র ভর্তির হার এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য প্রদান করে। শুধুমাত্র এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সংস্থাগুলোর পারফরম্যান্স পর্যালোচনা ও চুক্তি নবায়ন করা হয়। ফলে, ক্যাম্পে শিক্ষাকার্য পরিচালনাকারী সংস্থাগুলার মধ্যে তুলনীয় মানদণ্ড ও সমষ্টিগত তথ্যের ঘাটতি আছে। আর্থিক প্রক্রিয়ার এবং শিখন পদ্ধতির তথ্য সমন্বয়ের যে অভাব তৈরি হয়েছে, তা ভবিষ্যতে মিয়ানমারের পাঠ্যক্রমের রোলআউটের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে – বিশেষ করে শিক্ষাকার্য পর্যবেক্ষণে এবং মিয়ানমারের ভাষা দক্ষতার পাশাপাশি মৌলিক সংখ্যাজ্ঞান ও সাক্ষরতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে।

মিয়ানমার পাঠ্যক্রমের চালু হওয়া মানবিক স্বল্প-মেয়াদী অর্থায়ন এবং প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি এবং দীর্ঘমেয়াদী সংঘাত এবং সংকটে মানবিক শিক্ষা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির মধ্যে টানাপোড়েনকে তুলে ধরে। কক্সবাজারের মতো দীর্ঘস্থায়ী সংকটের প্রেক্ষাপটে, মানবিক শিক্ষা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং এর স্বল্পমেয়াদী অর্থায়ন চক্রের মধ্যে অসামঞ্জস্য এবং এর সাথে যোগ হয়েছে সরকারের প্রত্যাবর্তন নীতি, যা উক্ত সমস্যাকে অধিকতর গুরুতর করে ফেলেছে। এই স্বল্প-মেয়াদী অর্থায়ন সাধারণত এক বছর মেয়াদী হয়ে থাকে, এবং এই তহবিলের মেয়াদ শেষ হলে শিশুদের ঝরে পড়ার হার বেড়ে যায়। অন্যদিকে শিক্ষকরা জীবনের তাগিদ মেটাতে বিকল্প কর্মসংস্থানের দিকে ধাবিত হয় (কাতেন্দে এবং অন্যান্যরা, ২০২০)। প্রতিক্রিয়ামূলক উন্নয়ন অনুদান এবং দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগের উপর নির্ভর করে অর্থায়নের ঘাটতি পূরণ করা অনমনীয় ও স্বল্প-মেয়াদী মানবিক অর্থায়নের মৌলিক সমস্যার একটি টেকসই সমাধান হিসেবে মনে হয় না (লয় এবং আলেকজান্ডার, ২০২২)।

C. কক্সবাজারে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়কে জোরদার করার সুযোগসমূহ

উপরের বিশ্লেষণ কক্সবাজারে শিক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্যতা জোরদার করার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে।

প্রথমত, এখানে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও সংস্কারভিত্তিক উন্নয়নের রূপরেখার বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংস্কারভিত্তিক উন্নয়ন এমন ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে এটি শিক্ষার্থীদের উপকার বয়ে আনে এবং সংস্কারকে

এমন ভাবে রূপরেখা দিতে হবে যাতে এটি রাজনৈতিক ভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। অনুরুপভাবে, সেই সংস্কারসমূহ দরকার, যা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অংশীদারদের প্রেরণা দিবে এবং বিভিন্ন প্রণোদনার পূর্ন কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে চলবে। বর্তমান অবস্থায়, আন্তর্জাতিক সত্বাদের জন্য রোহিঙ্গাদের শিক্ষার মান উন্নত করার ক্ষমতা সরকারের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষার সংস্কার তখনি সফল হবে, যদি সরকারের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়, তথা প্রত্যাবাসনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার সংস্কার করা হয়, অন্যথায় যুক্তিসঙ্গত কোন উপায় বের করে সরকারে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। সংস্কারকে রূপ দিতে সংস্থারা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার মধ্যে একটি হল, রোহিঙ্গাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে একীভূত (Intregation) করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক উন্নয়ন খাতে অর্থায়ন (Development fund) করার একটি প্রস্তাব দেয়। কিন্তু অন্তর্নিহিত দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ও রাজনৈতিক উদ্বেগের কারণে এই পদক্ষেপ সফল হয়নি। তর্কসাপেক্ষে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং দ্রুত অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা তাদের কে মানিয়ে নেয়। রোহিঙ্গা সঙ্কটের উদ্দেশ্য অর্জন করার সুযোগ কমে আসছে, কারণ অর্থায়ন হ্রাস পাচ্ছে এবং ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। এই কারণে, সরকারের শিক্ষা বিষয়ক নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে লাভজনক নীতি সংস্কারগুলি (যদিও 'দ্বিতীয় সেরা অপশন') সামঞ্জস্য করার উপায় খুঁজে বের করা আরও জরুরি হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্লেষণে কয়েকটি সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে যা শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং বাস্তব কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যে অসমন্বয় সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে সমন্বয় জোরদার করতে মানবিক খাত (Humanitrian Sector) এবং উন্নয়ন খাতের (Development Sector) যে লক্ষ্য হতে পারে তা নিম্ন বর্ণিত –

- একটি প্রতিক্রিয়ামূলক/তৎক্ষনাত অর্থায়ন মডেল (reactive financing model) থেকে অনুমানযোগ্য এবং নমনীয় মানবিক অর্থায়ন মডেলে রূপান্তর করা;
- রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে কেবল সেবা বিতরণে সমন্বয়ে নয়, বরং সামগ্রিক শিক্ষা কৌশল এবং আর্থিক সংস্থান বরাদ্দের সিদ্ধান্তেও সম্পৃক্ত করা;
- নিরাপদ ডেটা-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা যাতে বিদ্যমান তথ্যের ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়;
- শুধুমাত্র শিক্ষার্থী ভর্তির তথ্য নয়, শিখন সফলতা কেউ অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণ এর আওতায় আনতে হবে; এবং মূল্যায়নকারীদের প্রণোদনার মাঝে আনতে হবে;
- স্থানীয় জনবল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা খাতের কর্মীদের মধ্যে যে মিয়ানমার ভাষার দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান বরাদ্দ করা;

D. জরুরী সংকটময় পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও (অ)সমন্বয় নিয়ে কার্যক্রম

অন্তত আলংকারিকভাবে বলা যায় যে জরুরী সংকটময় পরিস্থিতিতে সমষ্টিগত ফলাফল অর্জনে মানবিক ও উন্নয়ন খাতের সমন্বয় উভয় পক্ষের জন্যই অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বহিস্থঃ পক্ষগুলো যাতে তাদের সহায়তা কার্যক্রম আরো নিখুঁতভাবে পরিচালনা করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার গবেষণায় 'মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন খাতের সমন্বয়' এর তত্বায়ন করা হয়েছে (নিকোলাই এবং অন্যান্যরা, ২০১৯; আইএনইই, ২০২১a; সমার্স এবং অন্যান্যরা, ২০২২)।

এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, শুধুমাত্র সদিচ্ছার মাধ্যমে আন্ত-খাত (cross-sectoral) সমন্বয় সম্ভব নয়। বাস্তবিকভাবে বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের বা নীতি-নির্ধারকদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, সেটা হতে পারে জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে কিংবা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। সুতরাং, এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে হলে অংশীদারদের/ কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাঝে নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতার ব্যবহার এবং সামঞ্জস্য থাকতে হবে, অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক অর্থনীতির চালকগুলোর সাথে মিল রেখে তাদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সাজাতে হবে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এই সংকটের কিছু রাজনৈতিক অর্থনীতির উৎপাদক/নির্দেশক আছে, যা নির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয় সত্বাভেদে নীতির ভিন্নরূপ, প্রধান কর্তাদের ভেতর অসম ক্ষমতার বন্টন, যা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিকে ব্যহত করছে। কিন্তু পরিচালনাকারী বা নীতি নির্ধারনকারীরা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার গঠনের গুরুত্বের উপর সহমত পোষণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে হলে এবং মানবিক-উন্নয়ন (development and humanitarian) সত্বাদের সমন্বয়গত উন্নয়ন করতে

হলে মুখ্য বিষয় হিসেবে জোর দিতে হবে "রাজনৈতিক ভাবে চিন্তা ও কাজের অগ্রগতি" এবং সংকটময় পরিস্থিতে শিখন ফলাফলের উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি।

E. গ্রন্থপঞ্জী/গ্রন্থবিবরণী

Ahasan, N. (2022). Bangladesh caught in the middle of US-Russia power struggle. Benar News. www.benarnews.org/english/news/bengali/power-struggle-01032023154228.html

Chowdhury, KR. (2023). In a first for a Russian foreign minister, Lavrov travels to Bangladesh. https://www.benarnews.org/english/news/bengali/minister-visit-09062023160332.html

Curtis, J., Loft, P. and Robinson, T. (2023). Support for Rohingya refugees in Bangladesh. House of Commons Library. Debate Pack. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CDP-2023-0095/CDP-2023-0095.pdf

Education Sector (2020). Education Sector in Cox's Bazar – Multi-year Strategy. https://reliefweb.int/report/bangladesh/education-sector-cox-s-bazar-multi-year-strategy

Education Sector (2022) 'Cox's Bazar Education Sector monthly meeting notes for Wednesday, 17 August 2022' (www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/education_sector_meeting_17_august_2022.pdf).

Hargrave, K., Holloway, K., Barbelet, V. and Eusuf, M. (২০২০) 'The Rohingya response in Bangladesh and the global compact on refugees'. Policy Report. London: ODI. https://odi.cdn.ngo/media/documents/The_Rohingya_response_in_Bangladesh_and_the_Global_Compact_on_Refugees_lessons_8B4Bg1o.pdf

Hossain, A. Z. (2023). Educational crisis of Rohingya refugee children in Bangladesh: Access, obstacles, and prospects to formal and non-formal education. Heliyon, 9(7). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18346

INEE (Inter-agency Network for Education in Emergencies) (2021). Humanitarian-development coherence in education: working together in crisis contexts. New York: INEE. https://inee.org/resources/humanitarian-development-coherence-education-working-together-crisis-contexts

Katende, S., Gerhardt, L. and Skinner, M. (2020). No time to lose: an urgent call for access to quality education for Rohingya children in Cox's Bazar. International Rescue Committee. https://www.rescue.org/report/no-time-lose-urgent-call-access-quality-education-rohingya-childrencoxs-bazar

Loy and Alexander (2022). Key takeaways from the UN's record-breaking tally for 2023 humanitarian needs: Another massive funding gap puts the focus on how to shrink emergency needs. www.thenewhumanitarian.org/news/2022/12/01/financing-appeals-OCHA-global-humanitarian-overview

Nicolai, S., Hodgkin, M., Mowjee, T. and Wales, J. (2019). White Paper: Education and humanitarian-development coherence. Prepared for USAID's Office of Education. www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Education-and-Humanitairan-Development_April-2019

-A.pdf

Rasid, H. (2023). Myanmar-Bangladesh: world actors need to stop Rohingya politics. Eurasia Review OpEd, 7 April. www.eurasiareview.com/07042023-myanmar-bangladesh-world-actors-need-to-stop-rohingya-politics-oped

Sommers, M., Howell, H.J. and Ezzie, O. (2022). Conflict and coherence: investigating humanitarian-development coherence for education in the Middle East and North Africa Region. Case studies of Lebanon, Syria, and Yemen. MEERS Research Report. Washington, DC: USAID. https://inee.org/sites/default/files/resources/HDC%20Final%20Report%20Clean_508_8-2-2022.pdf

Taipei Times (2022). 'Myanmar curriculum' for young Rohingya refugees. 24 August www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2022/08/24/2003784053

UNICEF (United Nations Children's Fund) (2018). Bangladesh consolidated emergency report. New York: UNICEF. https://open.unicef.org/sites/transparency/files/2020-06/Bangladesh-CER-2018.pdf

ERICC
EDUCATION RESEARCH IN
CONFLICT AND PROTRACTED CRISIS

CLS Centre for Lebanese Studies مركز الدراسات اللبنانية
FORCIER
RESCUE
ODI
Osman Consulting أوسمان كونسلتنج
Humanitarian & Stabilisation Experts
Oxford Policy Management
مؤسسة الملكة رانيا
QUEEN RANIA FOUNDATION
UCL

Supported by
UKaid
from the British people